প্রেমের জন্মলগ্ন

এফ. আহমেদ

নিজেকে যখন গুছিয়ে এনেছি
তোমার হব বলে,
তুমি তখন নিজেকে গুটিয়ে ফেলছিলে -
বুঝতে পারিনি ভেবে।
তারপর যখন জানালাম সে কথা
প্রথমটায় তুমি দোমনা ছিলে।
ঠিক বুঝতে পারছিলে না কি করবে,
কারণ তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে -
হৃদয়ের খাতাটা চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিবে।
কিন্তু যার জন্য করা -
সেই যখন খুলে বসল!
তখন আর কি করা -
তুমি ভুলে গেলে সকল অভিমান।
ঝেড়ে ফেলে দিলে সকল দ্বিধা-দন্দ্ব।
মনে পড়ে সেই দিনটির কথা?
আমরা চলে গিয়েছিলাম শহরের এক প্রান্তরে -
প্রায় গ্রামের কাছাকাছি।
বসেছিলাম এক পুকুর পারে।
তার আগে তোমাকে জানিয়েছিলাম
সেদিন তোমার সাথে আমার বিশেষ কথা আছে।
সেই টেনশনে তুমি সকাল থেকে কিছু খেতে পারনি।
তার উপর আবার কয়েকবার বমি করেছিলে।
তাই তখন আমি তোমাকে খাওয়াতে ব্যস্ত।
অবশ্য আমি নিজেও খাচ্ছিলাম।
মনে পড়ে সেই টোকাইটার কথা।
সঙ্গে নেয়া ড্রিংকসের লিটারটা শেষ করতে না পেরে -
ওকে দিয়েছিলাম।
প্রথমটায় ও ভয়ে খাচ্ছিলইনা।
কি না কি খাইয়ে দিচ্ছি এই ভেবে।
পরে যখন মজা পেয়ে গেল
তখন প্রায় ওর সমান বোতলটা
ও একাই শেষ করল।
এই মজার দৃশ্য দেখার জন্য অবশ্য দর্শকের অভাব হল না।
এরকম মজার ঘটনার পরই

আমি কান্নায় ভেঙ্গে পরেছিলাম।
যখন তোমাকে পাওয়ার নিশ্চিত একটা সম্ভাবনা
তুমি গুড়িয়ে দিচ্ছিলে।
তুমি জানালে তুমি আমাকে ভালবাস।
কিন্তু এরচেয়ে বেশী কিছু তোমার সম্ভব না।
এর মাঝে সিনেমার মতে ভিলেনও জুটে গেল।
কিছু বদ লোক আমাদের ফলো করা শুরু করল।
উদ্দেশ্য যদি কিছু বাগানো যায়।
তুমিতো ভয়েই অস্থির।
তারপর আমরা বিশ্বাসের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে
ফিরে এলাম শহরের কোলাহল মাঝে।
তুমি সেদিন আমাকে
তিনটে লাল গোলাপ দিয়েছিলে।
এর আগে কোন মেয়ের কাছ থেকে যেমন আমি
লাল গোলাপ পাইনি -
তেমনি দিলে তিনটে ফুল দিতে হয়
তাও জানিনি।